Hazi A. K. Khan College

HARIHARPARA * MURSHIDABAD

E-MAGAZINE

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

SESSION : 2022-2023

Quest of Sophia

Philosophy

E-MAGAZINE

FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL

Greetings to all,

As the principal of Hazi A. K. Khan College, it fills me with immense pride to address our esteemed community through the annual edition of our Philosophy Department's e-magazine. This publication not only showcases the academic excellence and creative flair of our students but also reflects the vibrant spirit of our educational journey together.

Each page of this magazine echoes the dedication, hard work, and passion that define our institution. It brings to light the rich diversity of thought and the depth of inquiry that our students engage in, guided by their talented mentors. As we navigate through various challenges, both academic and beyond, the resilience and creativity displayed by our community continue to inspire and propel us forward.

I extend my heartfelt congratulations to everyone who has contributed to this magazine, from the writers and editors to the artists and thinkers. Your efforts have culminated in a publication that does not just document our year but uplifts the spirits of all who read it.

Let us continue to nurture this environment of learning and growth, encouraging each other to explore, innovate, and contribute to the greater good. May this magazine serve as a beacon of inspiration and a reminder of what we can achieve together.

Warm regards,
Dr. Goutam Kumar Ghosh
Principal
Hazi A. K. Khan College

EDITORIAL

Dear Readers,

It is with great pleasure that we present to you the latest edition of our departmental e-magazine. This platform serves as a vibrant showcase of the creativity, intellect, and diversity within our college community. Through these digital pages, we aim to encapsulate the essence of our college life — from insightful articles and thought-provoking essays to captivating artwork and inspiring stories.

In this edition, you will find a variety of content that reflects the passions and interests of our students and faculty. From discussions on current events and academic achievements to explorations of cultural phenomena and personal reflections, each piece contributes to the rich tapestry of ideas that defines our college experience.

Our e-magazine is more than just a collection of articles; it is a testament to the talent and dedication of our contributors who have poured their hearts and minds into their work. We encourage you to explore these pages, engage with the content, and join us in celebrating the spirit of inquiry and expression that thrives within our college community.

As we continue to evolve and grow, we invite you to share your feedback and suggestions. Your input is invaluable in shaping the future editions of our e-magazine and ensuring that it remains a dynamic reflection of our college community.

We would like to extend our heartfelt thanks to all the contributors, editors, and staff members who have made this edition possible. Your hard work and commitment are truly appreciated. Thank you for your continued support and enthusiasm. Together, let us embark on this journey of exploration, learning, and creativity.

Editorial Team, Department of Philosophy, Hazi A. K. Khan College

সূচিপত্র

উবুন্টু (Ubuntu) - ড. মুনমুন দত্ত (Page - 02)

ধৈর্যশক্তি - আসমিন সেখ (Page - 05)

প্রকৃতি - সাইরিন খাতুন (Page - 07)

চাষীর মূল্য - পিয়ারুল খাঁন (Page - 08)

ছেলে এবং মেয়েদের জীবনের পার্থক্য - হাসিনা খাতুন (Page - 09)

পথ শিশুদের নির্মম জীবন কাহিনি - সোনিয়া খাতুন (Page - 10)

দর্শন সম্পর্কে কিছু কথা - উম্মে সালেমা খাতুন (Page - 11)

রাজা ও রুটি বিক্রেতা - পিয়ারুল খাঁন (Page - 12)

আমার স্যার-ম্যাম - মাসুদ আলম (Page - 13)

উবুন্টু (UBUNTU)

ড. মুনমুন দত্ত
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

সময়টা ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, বিশ্বের দরবারে যখন মানবতার অভাববোধ হচ্ছিল, তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি শব্দ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, 'Ubuntu'. বিষয়টা একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। একজন নৃবিজ্ঞানী আফ্রিকান অভ্যাস ও রীতি রীতির অনুসন্ধান করার সময়, কিছু আফ্রিকান উপজাতির বাচ্চাদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করছিলেন। বাচ্চাদের সাথে সময়টি আরো ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি তাদের সাথে খেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কিছু চকলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার নিয়ে এসে একটি গাছের নিচে ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখেন। তারপর তিনি বাচ্চাদের বলেন, ওই গাছের নিচে দৌড়ে গিয়ে প্রথম যে পৌঁছাতে পারবে সমস্ত চকোলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার তার। তিনি বাচ্চাদের দৌড় শুরু করতে বলার সাথে সাথে বাচ্চারা একসাথে হাত ধরে ছুটতে শুরু করল এবং সেই গাছের কাছে একসাথে পৌঁছে সেই সমস্ত চকোলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার সবার মধ্যে ভাগ করে নিল। এই দেখে সেই মেয়ে বিজ্ঞানী তাদের বলল, তোমরা সবাই একসাথে দৌড়াচ্ছিলে কিন্তু যদি কেউ দৌড়ে প্রথম পৌঁছাতে পারতে তাহলে সব চকলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার তার হতে পারতো। শুনে বাচ্চারা বলেছিল উবুন্টু (Ubuntu)। অন্যরা দুঃখী হলে আমরা কেউ কি করে সুখী হতে পারি? সরল শিশুদের এই উত্তর নৃবিজ্ঞানীর অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল।

এবার আসি তত্তের ব্যাখ্যায়। উবুন্টু শব্দটি আফ্রিকান ঐতিহ্যবাহী শব্দ, যা Zulu এবং Xhola ভাষা থেকে এসেছে, অর্থ 'Humanity towards others' অর্থাৎ অন্যের প্রতি মানবতা। উবুন্টু আফ্রিকান দর্শনের একটি ধারণা, যা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের মনোভাব বজায় রাখে। উবুন্টুর নৈতিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি হল অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নিঃস্বার্থ কথা এবং সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা। এক কথায় উবুন্টু সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। সাম্প্রতিক African Journal of Social Work

(AJSW) এ উবুন্টু প্রসঙ্গে বলা হয়, “A collection of values and practices that people of Africa or of African origin view as making people authentic human beings. While the nuances of these values and practices vary across different ethnic groups, they all point to one thing – an authentic individual human being is part of a larger and more significant relational, communal, societal, environmental and spiritual world.” (Mugumbate, Jacob Rugare; Chereni, Admire (23 April 2020). "Editorial: Now, the theory of Ubuntu has its space in social work". African Journal of Social Work. 10 (1). ISSN 2409-5605)

বর্তমানে দৈনিন্দন জীবনে ও উবুন্টুর দর্শনের ধারণাটির একটি সুদূরপ্রসারী প্রয়োগ আছে ও উবুন্টুর ধারণা আমাদের মানসিক পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। উবুন্টু মানবতার ধারণার কথা বলে, যেখানে ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করার জন্য অন্যের সংসর্গের প্রয়োজন আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি একা জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে আমাদের একে অপরের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। উবুন্টু আমাদের অন্যকে সাহায্য করা এবং সেই সাহায্য করার মধ্যে আনন্দ উপভোগ করতে শেখায়। উবুন্টু আমাদের ব্যক্তিবাদী আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। উবুন্টু আমাদের মধ্যে অন্যের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যে সচেতনতার প্রভাবে মানসিকতার পরিবর্তণের চাহিদা অনুভব করি। বর্তমানে মানুষ এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে যেখানে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতনতার

অভাব অত্যন্ত প্রকট। এই প্রকার জীবন যাত্রা আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজ জীবনে এবং সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ডেকে আনছে। তাই এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সমগ্র জীব সম্প্রদায়ের সাথে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উবুন্টু আবশ্যক।

An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket of fruit near a tree and told the kids that the first one to find the fruits would win them all. When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together, enjoying their fruits. When he asked them why they ran like that as one could've taken all the fruits for one's self, they said: "UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?"

ধৈর্যশক্তি

আসমিন সেখ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব হলো মানুষ। এই মানুষের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হল ধৈর্য শক্তি। 'ধৈর্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি, কষ্ট-যন্ত্রণায় হতাশ না হয়ে সুদৃঢ় থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যে অবিচল থাকাই হলো সবর। মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। ধৈর্য একজন শক্তিশালী মনের মানুষের প্রধান গুণ। ধৈর্য গুণটি মানুষকে সব বিপদ আর দূরাবস্থার মধ্যে আশা করার শক্তি যোগায়। এ পৃথিবীতে তারাই সফলতা পেয়েছেন, যারা দৈর্ঘ্য ধরতে সক্ষম হয়েছে এ পৃথিবীতে তারাই সুখী হয়েছেন, যারা জীবনে অনেক বেশি ধৈর্য ধরেছেন ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা সব থেকে বেশি পুরস্কার পায়, ধৈর্যের অমান্যকারীর মন থেকে বেশি বিরত হয়।

পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার পার্মানেন্ট সমাধান হলো ধৈর্য শক্তি। "ধৈর্য এমন একটি গাছ, যার সারা গায়ে কাটা কিন্তু ফল অতি সুস্বাদু"। মানুষ তাঁর একটি নির্দিষ্ট সাফল্য লাভ করার ক্ষেত্রে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়ে ।এ-ই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একজন মানষ যখন তাঁর সাফল্য লাভ করে তখন তার জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং সমাজের দ্বারা সে সন্মানিত এবং প্রশংসিত হয়ে থাকে। তবে সকল ব্যক্তির দ্বারা এই সম্মানিত এবং প্রশংসিত অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল হতে হব কিন্তু এই গুন সব ব্যক্তির নেই।

বাস্তবে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে আমরা প্রায় সকলেই একটি কথা সবসময় বলে থাকি যে, -

"না, আমি পারব না"

"আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না"

আমাদের সকলের জীবনেই এমন একটি সময় আসে, যখন আমরা কোনো না কোনো সময় এই কথাগুলোর সম্মুখীন হই। জীবনের উঁচু নিচু পথ পাড়ি দিতে গিয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। প্রত্যেক সফল মানুষের জীবনের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যর্থতা। কিন্তু তাদের সফলতার রহস্য হলো, প্রবল ধৈর্যের সাথে ইচ্ছা শক্তি। অনেকেই খুব অল্পতেই হতাশ হয়ে পরেন বা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। ধৈর্যের পরীক্ষা সাধারণত বন্ধ দরজার ভেতরেই ঘটে থাকে। ধৈর্য না থাকলে দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

ধৈর্যধারণকারী মানুষ নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে অন্যকে হাসিমুখে মোকাবিলা করে। নিজের শক্তি-সামর্থ থাকলেও যে অপরের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে না তার মধ্যে সহিষ্ণুতা গুণ বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা চলে। অপরের ঔদ্ধত্যকে যে ব্যক্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে সে ব্যক্তি যথার্থ ধৈর্যশীল বলে মর্যাদা পায়। এভাবে সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা ও মহত্ত্বের পরিচয় মেলে। ধৈর্য শক্তি সম্পর্কে একটি দার্শনিক উক্তি হল- অল টু হিউম্যান-এ দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিটশে যুক্তি দিয়েছিলেন যে "অপেক্ষা করতে সক্ষম হওয়া এত কঠিন যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা তাদের কবিতার বিষয়বস্তু অপেক্ষা করতে অক্ষমতাকে ঘৃণা করেননি"। তিনি উল্লেখ করেছেন যে "প্যাশন অপেক্ষা করবে না", এবং দ্বৈরথের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেয়, যেখানে "পরামর্শকারী বন্ধুদের নির্ধারণ করতে হবে যে জড়িত দলগুলি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে কিনা। যদি তারা না পারে তবে একটি দ্বন্দ্ব যুক্তিসঙ্গত। কারণ... অপেক্ষা করা হবে বিক্ষুব্ধ সম্মানের ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করা..."। আর এই অত্যাচার সহ্য করা তখনই সম্ভব হবে যদি ব্যক্তি ধৈর্যশীল হন।

একটি প্রবাদ আছে যে, “সবুরে মেওয়া ফলে” । ধৈর্য ধরে কাজ করলে অবশ্যই আপনি সফলতা পাবেন। কিন্তু অনেকেই অল্পতেই হতাশ হয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। ধৈর্য না থাকলে দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ধৈর্যকে দীর্ঘক্ষন ধরে রাখতে এবং তা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে আমরা যেসব বিষয়গুলি অনুসরণ করতে পারি সেগুলি হল - বই পড়া, ধ্যান বা মেডিটেশন করা, বাস্তববাদী হয়ে ওঠা, ডায়েরি লেখার অভ্যাস , আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা এবং নিজেকে সময় দিন.... ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুসরণ করলে কিছুটা হলেও আমরা ধৈর্যশীল হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারি।

প্রকৃতি

সাইরিন খাতুন
প্রাক্তন ছাত্রী, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

এত প্রশস্ত আকাশের আলিঙ্গনের নিচে,
একটি পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়, একটি মনোরম জোয়ার।
উঁচু পর্বত আর বিশাল সমুদ্র,
প্রকৃতির সৌন্দর্য অতুলনীয়।

সূর্যাস্তের রঙ, একজন চিত্রশিল্পীর স্বপ্ন,
নদীর গতিপথ, মৃদু স্রোত।
অরণ্য ফিসফিস করে প্রাচীন গল্প,
প্রতিটি হাওয়ায়, অ্যাডভেঞ্চার পাল।

প্রাণবন্ত রঙে ফুল ফুটেছে,
ভোরের শিশির পাতায় নতুন করে।
বন্য আনন্দে প্রাণীরা নাচে,
নরম চাঁদের আলোর নিচে।

প্রতিটি কোণে, জীবন উড়ে যায়,
দিনরাত একটি ট্যাপেস্ট্রি।
তাই আসুন এই বিস্ময়কর গোলকটিকে লালন করি,
সৌন্দর্যের জন্য দূরে এবং কাছাকাছি উভয়ই বাস করে।

চাষীর মূল্য

পিয়ারুল খাঁন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

বিশ্ববাসী বুজছে না আর
চাষীদের কি জ্বালা,
সারাদিন ধরে কাজ করে যায়
ভাত খাই আধ-থালা।
নেতাদের কাছে হাত পেতে রয়
অনুদান পাবে বলে,
ভোট পেরোলে প্রতিশ্রুতি নিয়ে
নেতারা যাবে চলে।
চাষীদের কে জেলে যেতে হবে
যদি বলে কোনো কথা,
সরকার খুব খুশি হবে যদি
চাষী থাকে নীরবতা।
মনে রাখবেন চাষীরা যদি
না যায় আর ক্ষেতে,
তবে দেখবেন কত বড়লোক
রাস্তায় হাত পেতে।
ফসলের দাম এত কম আর
সারের দাম এত বেশি,
কোম্পানীগুলো লাভবান হবে
মার খাবে এই চাষী।
যদি তারা হয় সঙ্ঘবদ্ধ
বলছি তবে শোনো,
কোথাকার কোন নেতা-নেত্রী
মানবে না আর কোনো।
তাই বলছি থাকো সাবধানে
বাড়াও ফসলের দাম।
নইলে কিন্তু এই অন্যায়ের
হবে বড়ো পরিনাম।

ছেলে এবং মেয়েদের জীবনের পার্থক্য

হাসিনা খাতুন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

একটা মেয়েই জানে তাঁদের জীবনটা কতোটা কঠিন। মেয়েদের জীবননে নিজেদের ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোনো দম নেই। কিন্তু ছেলেদের জীবনে ইচ্ছা, অনিচ্ছা সমস্ত কিছুর মূল্যর দাম দেওয়া হয়। একটা ছেলে যদি বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে রাত বারোটায় বাড়ি ফেরে তবুও তাঁদের কোনো প্রবলেম হয় না, কেউ কোনো প্রশ্নই করবে না। কিন্তু একটা মেয়ে বাইরে গেলে তাকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরতেই হবে। মেয়েদের জীবনে কোনো স্বপ্ন, আসা, প্রত্যাশা রাখতে নেই। তারা তাঁদের স্বপ্ন প্রকাশ করতে পারে না, তারা তাঁদের নিজের মতে চলতে পারেনা। কিন্তু একটা ছেলে তার নিজের মতামত ওপরই চলে। ছেলে এবং মেয়েদের জীবনে অনেক পার্থক্য। বাস্তবতা খুবই কঠিন। ত্যাগের ওপর নাম মেয়ে, মেয়েদের ইচ্ছার কোনো দাম নাই। 😞 মেয়ে মানাই ওপরের জন্য অন্যের জন্য বাঁচা। একটা ছেলে যদি মনে করে আমি ডাক্তার হতে চাই , সেটা নিয়ে পড়তে চাই তাহলে কোনো বাঁধাই তার জন্য আসবে না। কিন্তু একটা মেয়েই যদি পড়বো বলে ডাক্তার হবো বলে তাহলে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উঠবে। কেনো পড়বে, লোকে কি বলবে সমাজ কি বলবে, বাইরে হোস্টেলে থেকে পোড়া যাবে না , হোস্টেলে থাকলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে বিভিন্ন রকম । তারা বলবে মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, সব সমস্যা সমাধান। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের জীবন অনেক কঠিন। 😞😞 ছেলেরা যেটা মনচাই সেটাই প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু মেয়েদের প্রকাশতো দূরের কথা কোনো কিছু নিয়ে স্বপ্নও দেখতে পাবে না। এটাই বাস্তব।

পথ শিশুদের নির্মম জীবন কাহিনি

সোনিয়া খাতুন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

আপনি বলতে নেই তাদের কেও মুক্ত স্বাধীন তারা মুখে আদ্বে আজ কতখানী টোকাই বস্তহারা।নবমাতার কোলে শুয়ে কত শিশু/বৃদ্ধ মে কাটায় রাত।শীত তারায় আগুন জ্বলে,প্রতিক্ষায় থাকে রাঙ্গা প্রভাব।পোড় খাওয়া মানুষ গুলো সত্যি বড় ই। অসহায় শাসকদল খ- ই ফোঁটা মুখে, নেই কি তবে কোন দায়।না আছে স্বপ্ন,না আছে ভয় এক মুঠো খাবার পাইলে,পেট ভরে খায় নগরপিতা দেখে না কভু,পথ শিশুদের চোখের জল করুন মুখে সুখের জোয়ার,হাতে পেলে কম্বল কষ্ট যেন আসছে ছিঁড়ে,বোবা কান্নায় ভাসে বুক দারুন রুপী শীতল বাতাস কেড়েছে আজ সকল সুখ।তেজ বাড়লে সূর্য মামার,তাদের মুখ ওঠে হেসে বাইরে কি তারা সারাজীবন, ফুটপাতের ঐ কোটি ঘেঁষে।

দর্শন সম্পর্কে কিছু কথা

উম্মে সালেমা খাতুন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

মহাবিশ্বের এমন কোন কিছু নেই যা দর্শনের আওতাভুক্ত নয়। দর্শন বাস্তবের সাহায্য অবাস্তবের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বস্তু পদ্ধতির একটা ব্যপক আলোচনা করে। দার্শনিক কেয়ার্ড এর উক্তি প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে , মানব অভিজ্ঞতার ও সমগ্র জগৎ সত্ত্বার মধ্যে এমন কোন কিছু নেই যা দর্শনরাজ্যের বাইরে পড়ে বা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান প্রসারিত হয় না। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে , দর্শন সকল প্রকারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং খন্ড খন্ড জ্ঞান দান করাই এর উদ্দেশ্য। দর্শন জগৎ-জীবন, জগৎ-জীবনের স্বরুপ ও মুল্য বিষয়ক এক সামগ্রিক আলোচনা পদ্ধতি।

দার্শনিক সিসেরো বলেছেন -"দর্শন আমাদের জীবনের পথ পরিচালক,সত্যের বন্ধু এবং অন্যায়ের শত্রু"। এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত আছে দর্শনের ব্যবহারিক মুল্য। দর্শন বাস্তবতা বিবর্জিত কোন শাস্ত্র নয়। মানব কল্যাণই দর্শন। মানবজীবন ও সমাজকে কল্যাণময় করে তুলতে এবং সঠিক জীবন দর্শন উপলব্ধির জন্য দার্শনিক নৈতিকতার জ্ঞান আবশ্যক।

'কে বড়?' প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে শুরু '-এ সত্য প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানের সাহায্যে নিয়েছেন।'পঞ্চভুত'প্রবন্ধে পঞ্চভুত বলতে পাচঁটি জড় উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংখ্য দর্শনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। দার্শনিকদের মত হলো জগৎ পঞ্চভুতের সৃষ্টি। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এ ধারনার পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানিদের মতে জগৎ ১০৭টি মৌল উপাদানে গঠিত। ত্রিবেদী দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছেন।

"দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই; কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখে,যে পথে চলে, বিজ্ঞান সে চোখে দেখে না,সে পথে চলে না উভয়ই জগৎ কে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চায় যে জগতের মুল উপাদান কি কি। কিন্তু দার্শনিক যেভাবে ,যে প্রনালিতে বিশ্লেষণ করেন, বৈজ্ঞানিক সেভাবে, সে প্রনালীতে করেন না। একেকে দার্শনিক বিশ্লেষণ, অন্যকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে।"

রাজা ও রুটি বিক্রেতা

পিয়ারুল খাঁন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্র, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

এক রাজার রাজ্যে ১ লোক রুটি বিক্রি করতো। একমাত্র রুটি বিক্রেতা। সে একদিন রাজার কাছে যেয়ে বললঃ 'হুজুর, অনেক বৎসর ৫ টাকা করে রুটি বিক্রি করি। এখন দাম বাড়িয়ে ১০ টাকা করতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন!' রাজা বললেন, 'যা, কাল থেকে ২০ টাকা রুটির দাম!' দোকানী বলল, 'না হুজুর, আমার ১০ টাকা হলেই চলবে!' রাজা বললেন, 'চুপ করে থাক! আর আমি যে দাম বাড়াতে বলেছি, কাউকে বলবিনা!' রুটি ওয়ালা খুশিমনে ফিরে গেল। পরদিন থেকে তার রুটির দাম ২০ টাকা! সারা রাজ্যে প্রতিবাদ! জনগণ ক্ষেপে গিয়ে রাজার কাছে বিচার দিল, 'হুজুর, আমাদের বাঁচান! এ কি অন্যায়! ৫ টাকার রুটি ২০ টাকা হলে আমরা বাচবো কি খেয়ে!' রাজা হুংকার দিলেন, 'রুটি ওয়ালাকে ধরে আনো! এই অন্যায় মানা যায় না!' তারপর ঘোষণা দিলেন কাল থেকে রুটির দাম অর্ধেক (মানে ১০ টাকা!)। সারা রাজ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল! শুধু এমন একজন রাজা ছিলো বলে! না হলে জনগণের কি হতো! রুটি ওয়ালা খুশি! জনগণও খুশি! রাজাও খুশি! 🙄 এটাই হলো বর্তমানের বাস্তব চিত্র। সময় নিয়ে ভেবে দেখবেন।

আমার স্যার-ম্যাম

মাসুদ আলম

তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র, দর্শন বিভাগ, হাজী এ.কে. খান কলেজ

আমি যখন ছোট ছিলাম, দিলাম বড় অবুঝ। প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলাম আমার মায়ের থেকে তারপর আমি পড়তে গেলাম প্রাইমারি স্কুলে। টিচার বলল আমার দ্বারাই হবে না পড়াশোনা। তখন আমি কষ্ট পেলাম পাহাড় সমান। তারপর আমি উত্তীর্ণ বিদ্যালয় রাঙিনায়।

দেখতে দেখতে শেষ করলাম স্কুল জীবনের পাঠ। এবার পৌঁছে গেলাম মহাবিদ্যালয়ের আঙিনাই। আমি চিন্তায় বিভোর ছিলাম নেব কোন বিষয়। তারপর আমি বেছে নিলাম দর্শনকে। ভাবতে পারিনি আমি পাল্টে দেবে এই বিষয় আমার জীবনটাকে । অনেক ভয় নিয়ে মহাবিদ্যালয়, ক্লাসে গিয়ে বসলাম আমি শেষ বেঞ্চের ধারে। যখন আমি করলাম ক্লাস, কাটল আমার ভয় সেখানে গিয়ে গেলাম আমি ভালবাসার আশ্রয়, বুঝলাম শিক্ষার মর্ম, হৃদয়ের গভীর থেকে। আমার জীবন ধন্য হলো বিদ্যালয় স্যার ম্যামদের পেয়ে, বুঝিনি আমি ওখানে গিয়ে পাবো এত স্নেহ। সব সমস্যার সমাধান দিত আমায় করে, করেনি কভু অবহেলা, তাইতো স্যার ম্যাম সম্মানের উচ্চশিখরে।

বলতে আজ নেইকো দ্বিধা হয়েছি আমি রিনি। তাদের ছায়ায় ধন্য হল আমার এ জীবন। রাখবো তাদের স্মরণে আমি আমৃত্যু পর্যন্ত। কখনো যদি করি ভুল করে দেবেন ক্ষমা। তাদের ছাড়া মূল্যহীন আমার এ জীবন। স্যার ম্যামদের প্রতিটা কথা রেখেছি মনে গেঁথে।

হবো আমি ভালো মানুষ সমাজের একজন। তারা মোদের রেখেছে অনেক স্নেহ ভালবাসা দিয়ে, তাইতো রয়েছে মোদের জীবনে তাদের অবদান। তাইতো বলি কষ্ট দিওনা স্যার ম্যানদের মনে, নইলে তুমি দোষী হবে এই প্রকৃতির কাছে। এই বলে করছিস শেষ ভালো থাকুক সারা জীবন আমাদের মত ছাত্রদের জীবন গড়ছে যারা।

PHILOSOPHY (E-MAGAZINE)

Editing By :
Dr. Munmun Dutta
Department of Philosophy
Hazi A. K. Khan College